তারিখ 08 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 2

সংবাদ

ভবদহ অঞ্চলের স্থায়ী জলাবদ্ধতা

মনিরামপুরে শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানিবন্দী : শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

মনিরুজ্জামান টিটো, মণিরামপুর (যশোর)

ভবদহ অঞ্চলের স্থায়ী জলাবদ্ধতার কারণে যশোরের মণিরামপুরের শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পানিতে নিমজ্জিত রয়েছে। এতে ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম।

জানা গেছে, দক্ষিণাঞ্চলের অভিশপ্ত হিসেবে খ্যাত ভবদহ অঞ্চলের স্থায়ী জলাবদ্ধতার কারণে মণিরামপুর উপজেলায় ১০৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রায় মাস খানেক যাবত পানিবন্দী হয়ে রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে কলেজ ৬টি, মাদরাসা ৮টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৬ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৭টি। এতে সবচেয়ে বেশি শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে। পানিবন্দি এসব এলাকার কোথাও কোথাও বিকল্প ব্যবস্থায় পাঠদান করানো হচ্ছে। বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম কিছুটা পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টায় এ বিকল্প ব্যবস্থায় পাঠদান চালানো হলেও অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। সরেজমিন ভবদহ অঞ্চলের মনোহরপুর, কুলটিয়া, দূর্বাডাঙ্গা, শ্যামকুড়, হরিদাসকাটি ও নেহালপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঘুরে দেখা যায় অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পানি। কোন বিদ্যালয়ে কোমর পানি, কোথাও হাঁটু পানি।

মঙ্গলবার উপজেলার কুলটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাজে কুলটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাটগাছা মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দূর্বাডাঙ্গা পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হাজির হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোমর পানিতে নিমজ্জিত রয়েছে। বাজে কুলটিয়া গ্রামের অভিভাবক মুকুল চন্দ্র মন্ডল জানান, পুরো গ্রামটা মাস খানেক ধরে পানিবন্দি রয়েছে, শিশুরা কিভাবে পড়ালেখা করবে? আশ্রয় কেন্দ্রে থাকা হাসাডাঙ্গা গ্রামের রুহুল আমীন বলেন, কবে পানি সরবে, আর কবে ছেলেপুলেরা স্কুলি যাবে তার কোন ঠিক নেই।

হাটগাছা মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভদ্র কান্তি বিশ্বাস বলেন, পানি নামার কোন সম্ভাবনা দেখছি না, কবে শিশুদের নিয়ে বিদ্যালয়ে ফিরতে পারবো বলা যাচ্ছে না। শিশুদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে রাস্তার ওপর পাঠদান করাচ্ছি।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবদুল জব্বার জানান, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম পুষিয়ে নিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিকল্প ব্যবস্থায় কোথাও রাস্তার ওপর, কোথাও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও শিক্ষকের বাড়িতে, কোথাও ভবনের ছাদের ওপর আবার কোথাও মন্দিরে পাঠদান চলছে।